بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ধর্মের সেবক, দীর্ঘজীবন লাভকারী এবং আরো বহু গুণের আধার এক অসাধারণ পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, **"এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত, স্নেহশীল, দয়ালু এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন এক মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ উন্নত, মহান, শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ, অধিক উত্তম ও অধিক সম্পূর্ণ। কেননা মৃতকে জীবিত করার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে এক আত্মাকে ফিরিয়ে আনা যার প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীদের অনেক আপত্তিও থেকে থাকে। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় অনুগ্রহ এবং হযরত খাতামুল আম্বীয়া (সা.)-এর কল্যাণে এই অধমের দোয়া কবুল করে এমন কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও এই নিদর্শন বাহ্যতঃ মৃতকে জীবিত করার তুল্য বা সমান মনে হয় কিন্তু প্রণিধানে বোঝা যাবে, সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন মৃতকে জীবিত করার চেয়ে শত গুণ শ্রেয়। মৃতের আত্মাও দোয়ার মাধ্যমেই ফিরে আসে আর এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি রূহকে আনা হয়েছে কিন্তু সেই রূহ বা আত্মা আর এই আত্মার মাঝে লক্ষ ক্রোশের ব্যবধান রয়েছে।"**

এরপর আপন পর সবাই দেখেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী কত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। আর যুগ প্রমাণ করেছে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা যার সত্তায় তা পূর্ণ হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। জামাতের আলেম সমাজ এবং জামাতের সদস্যরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সংক্রান্তই কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কখনও এটি বলেন নি বা ঘোষণা করেন নি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আর আমিই মুসলেহ্ মওউদ এর সত্যায়নস্থল। এমনকি তাঁর খিলাফতের দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটে যায়, অবশেষে ১৯৪৪ সনে তিনি (রা.) ঘোষণা করেন, আমিই মুসলেহ্ মওউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র।

আজ আমি এ সংক্রান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দু'টো খুতবা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে অনেকটা তাঁর ভাষাতেই কিছু বর্ণনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৪৪ সনের ২৮শে জানুয়ারির খুতবায় বলেন, **আজ আমি এমন একটি কথা বলতে চাই যা বর্ণনা করা আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে আমার জন্য কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশী সিদ্ধান্ত এই কথা বর্ণনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই আমি আমার স্বভাব এবং প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ সত্ত্বেও এটি প্রকাশে বিরত থাকতে পারি না।** এরপর তিনি তাঁর একটি দীর্ঘ স্বপ্নের উল্লেখ করেন আর সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি খোদা তা'লা আমার সত্তার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ইতোপূর্বে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে কখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। তিনি (রা.) বলেন, **মানুষ বলে এবং বারংবার বলে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আপনার কী মতামত, কিন্তু আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি এসব ভবিষ্যদ্বাণী এই আশঙ্কায় কখনও পুরো মনোযোগ সহকারে পড়ারও চেষ্টা করিনি যে, কোথাও আমার নিজের প্রবৃত্তি আমাকে প্রতারিত না করে আর নিজের সম্পর্কে কোথাও আমি এমন কোন আত্মপ্রসাদ না নেই যা বাস্তবতা বা সত্য পরিপন্থী।**

অতএব দেখুন! যিনি সত্যিকার মুসলেহ্ মওউদ তিনি কত সাবধান। পক্ষান্তরে যাদের মাথা খারাপ তারা কোন নিদর্শন ছাড়াই দাবি করে বসে। এদেরকে পাগল বা উন্মাদ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। যাহোক, এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ এবং লজ্জাশীলতার কথা তিনি এক জায়গায় এভাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার আমাকে একটি পত্র দেন এবং বলেন, এই পত্র তোমার জন্ম সংক্রান্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে আমাকে এটি এমর্মে লিখেছিলেন যে এই পত্র 'তাশহীযুল আযহান' পত্রিকায় ছাপিয়ে দাও। 'তাশহীযুল আযহান' জামাতের একটি মুখপত্র, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই এটি আরম্ভ করেছিলেন আর তিনিই এটি ছাপাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ আমি সেই পত্র হাতে নেই এবং ছাপিয়েও দেইএ কিন্তু তখনও আমি গভীর মনোযোগ সহকারে এটি পড়িনি। তখনও এই পত্র ছাপার পর মানুষ অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমি নিরব ছিলাম। আমি একথাই বলতাম যে, এ কথাগুলো যার সাথে সম্পর্ক তাঁর এগুলো উপস্থাপন করা আবশ্যক নয়, বা এটিও আবশ্যক নয় যে এই ভবিষ্যদ্বাণী যার সাথে সম্পর্ক রাখে তাকে বলতেই হবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা পরিপূরণস্থল আমিই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, রেল গাড়ি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, এক যুগে রেল গাড়ি আবিষ্কার হবে আর মান্যকারীরা মানে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, কেননা তারা স্বচক্ষে এসব ঘটনা দেখছিল। এখন রেল গাড়ির নিজের এই দাবি করা আবশ্যক নয় যে, আমাতেই মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়িত হয়েছে। যাহোক, মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আমার সামনে রাখে আর জোর দিয়ে বলে, আমি নিজে যেন এই দাবি করি যে, এগুলো আমার সত্তাতেই

সত্যায়িত হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় তাদের একথাই বলেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী কার সত্তায় সত্যায়িত হবে বা পূর্ণ হবে— তা ভবিষ্যদ্বাণী নিজেই প্রকাশ করে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে যুগ নিজেই দেখবে যে, আমার সত্তায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে যুগের স্বাক্ষ্য আমার বিরুদ্ধে যাবে। উভয় পরিস্থিতিতে আমার কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি এটি আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে আমি দাবি করে কেন গুনাহ্গার হব? আর যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে আমার তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন। যেভাবে ইলহামে বলা হয়েছে, তারা বলে, **আগমনকারী ব্যক্তি কি ইনিই নাকি আমরা অন্য কারো পথপানে চেয়ে থাকবো?** এটি ইলহামের বাক্য। পৃথিবীর মানুষ এত বার এই প্রশ্ন করেছে যে, এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ যুগ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলে, আপনি কি ইউসুফের কথা বলতে বলতে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবেন বা নিজেকে ধ্বংস করবেন? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও এই একই ইলহাম হয়েছে।

অনুরূপভাবে এই ইলহাম হওয়া যে, আমি ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি, এক পঙতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ইলহামের কথা উল্লেখও করেছেন, এটি থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে এ বিষয়টি দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে। কেননা হযরত ইউসুফও তার পিতার সাথে দীর্ঘকাল পর মিলিত হয়েছেন আর এক দীর্ঘ যুগের অবসানে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মৃত্যু পর্যন্তও যদি আমার সামনে এটি প্রকাশ না করা হতো যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে তবুও ঘটনা প্রবাহ নিজেই এটি স্পষ্ট করতো যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার হাতে এবং আমার যুগেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আমাতেই এগুলো সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ইচ্ছার অধীনে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন আর আমাকে এ সংক্রান্ত জ্ঞানও দান করেছেন যে, মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সাথে সম্পর্ক রাখে।

তিনি (রা.) কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখও করেন, যেমন **'তিনি তিনকে চার করবেন'**। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে সবসময় প্রশ্ন করা হয় যে এর অর্থ কি? একইভাবে **'সোমবার শুভ সোমবার'** এই সম্পর্কেও প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। এ দু'টো বাক্যাংশের তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন: তিনকে চার করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে রূপ দেবেন। এই অর্থ যদি নেয়া হয়, চতুর্থ পুত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর অর্থ স্পষ্ট। আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আহমদ আউয়ালের জন্ম হয় আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর আমার পরও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিন পুত্রের জন্ম হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি। অধিকন্তু আমার

খিলাফতকালে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবকে আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চারে পরিণত করেছি। বস্তুতঃ যদি সন্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে আমি তিনভাবে তিনকে চারে পরিণত করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আরেক দিকেও আমার মনোযোগ এদিকেও নিবদ্ধ করেন, তাহলে ইলহামে একথা বলা হয়নি যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে পরিণত করবেন বরং ইলহামে শুধু বলা হয়েছে, তিনি তিনকে চার করবেন। অতএব আমার মতে এতে তার জন্মের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা হয় ১৮৮৬ সনে অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গোড়াপত্তন হয় ১৮৮৬ সনে। তিনি বলেন, আমার জন্ম হয়েছে ১৮৮৯ সনে। অতএব তিনকে চারে রূপ দেয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তার জন্ম হবে চতুর্থ বছর, আর এমনটিই হয়েছে। আর ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য **'সোমবার শুভ সোমবার'** এর আরো অর্থ হতে পারে কিন্তু আমার মতে এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো, সোমবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন হয়ে থাকে। অপরদিকে আধ্যাত্মিক জামাতে নবী এবং তাদের খলীফাদের যুগ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেভাবে নবীর যুগ নিজ গুণে একটি স্থায়ী স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা রাখে অনুরূপভাবে খলীফার যুগেরও একটি স্বাতন্ত্র্য এবং স্থায়ী বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে দেখ যে, প্রথম যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছিল। দ্বিতীয় যুগ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ছিল। তিনি (রা.) বলেন, আর তৃতীয় যুগ হলো আমার। আল্লাহ্ তা'লার আরো একটি ইলহাম এই ব্যাখ্যার সত্যায়ন করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয় আর তাহলো **'ফযলে ওমর'**। হযরত ওমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর পর আধ্যাত্মিক ধারার ক্ষেত্রে তিন নম্বর ছিলেন।

অতএব **'সোমবার শুভ সোমবার'** এর অর্থ এই নয় যে, কোন বিশেষ দিন বিশেষ কোন কল্যাণের ধারক-বাহক হবে বরং এর অর্থ হলো, এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আহমদীয়াতে এমনই হবে যেভাবে সোমবারের হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই জামাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মসেবার জন্য যাদের দন্ডায়মান করা হবে তাদের মাঝে তিনি তৃতীয় হবেন। ফযলে ওমর-এর যে ইলহামী নাম রয়েছে তাতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণীর বৈশিষ্ট্য হলো **'ইউফাস্‌সেরু বা'যুহু বা'যা'** (অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করে থাকে) এ অনুযায়ী 'ফযলে ওমর' শব্দগুলো 'সোমবার শুভ সোমবার'-এর ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু এই ইলহামে আরো একটি শুভ সংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই শুভ সোমবার এমনভাবেও আনতে যাচ্ছেন যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। কোন মানুষ বলতে পারে না যে, আমি নিজের ইচ্ছায় বা জেনে-শুনে এটির সূচনা করেছি অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের প্রবর্তন, যার সূচনা ১৯৩৪ সনে এমন পরিস্থিতিতে করা হয়েছে যা কোনভাবেই আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সরকারের একটি কাজ যাতে জামাতের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার ষড়যন্ত্র ছিল এবং আহরারীদের ফিতনা ও নৈরাজ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে এই তাহরীকের প্রেরণা সঞ্চার করেন বা

ইলক্বা করেন। আর এই তাহরীকের প্রথম যুগের জন্য আমি যে সময় নির্ধারণ করেছি তা হলো দশ বছর। প্রত্যেক মানুষ যখন কুরবানী করে বা ত্যাগ স্বীকার করে এরপর তার জন্য একটি ঈদের দিনও আসে। দেখ! রমযান মাসের রোযার পর ঈদ এসে থাকে। অনুরূপভাবে আমাদের তাহরীকে জাদীদের দশ বছর যখন সমাপ্ত হবে (তিনি যখন এটি বলছিলেন তখনও তা সমাপ্ত হয়নি,) তিনি বলেন, এই দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরের বছর হবে আমাদের জন্য ঈদের বছর। আর এই দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে ১৯৪৪ সনে। তিনি বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ১৯৪৫ সনকে যদি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে দেখা হয় যা কিনা দশ বছরের তাহরীক অতিক্রান্ত হওয়ার পর একাদশতম বছর হবে আর যা ঈদের বছর। এই বছরটি আরম্ভ হয় সোমবারের মাধ্যমে আর সোমবারকে 'দো শম্বা' বলা হয়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই বাক্যে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, এক যুগে ইসলামের চরম দুর্বলতার সময় ইসলাম প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তবলীগি প্রতিষ্ঠানের ভীত রচিত হবে। আর এর প্রথম যুগ যখন সফলতার সাথে সমাপ্ত হবে তখন তা জামাতের জন্য এক কল্যাণময় যুগ হবে। আর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, আজ তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইসলাম ও আহমদীয়াতের তবলীগ পৌঁছে যাচ্ছে। আজ আমরা জানি, তাহরীকে জাদীদ তার বেশ কয়েক দশক সমাপ্ত করে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে সেখানে কাজ করে যাচ্ছে।

আর সেই দীর্ঘ স্বপ্ন যার ভিত্তিতে তিনি মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, এই স্বপ্নে আমার মুখ থেকে এই বাক্য নিঃসৃত হয় যে, **'আনাল মসীহুল মওউদু, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু'** (অর্থাৎ আমি মসীহ্ মওউদ, তাঁর মসীল এবং খলীফা)। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল। জাগ্রত অবস্থায় এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু স্বপ্নেও আমার অন্তরাত্মায় যে অনুভূতি বিরাজমান ছিল তাহলো, এগুলো বড়ই বিস্ময়কর শব্দ যা আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে এই স্বপ্ন শোনার পর কোন কোন মানুষ বলে, মসীহি নফস্ (অর্থাৎ নিরাময়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী) হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারির ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে। দ্বিতীয় দিন হযরত মৌলভী সরোয়ার শাহ্ সাহেব বলেন, বিজ্ঞাপনের শব্দ হলো, তিনি পৃথিবীতে আসবেন আর তাঁর **'মসীহি নফস্'** এবং 'রূহুল হক্ব'-এর কল্যাণে অনেককেই ব্যাধিমুক্ত করবেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিজেও স্বপ্নে দেখেছি, আমি প্রতিমা বা মূর্তি ভাঙ্গিয়েছি, আর অনেক মূর্তি ছিল যা আমি টুকরো-টুকরো করে দিয়েছি। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি **'রূহুল হক্ব'**-এর কল্যাণে অনেককেই ব্যাধিমুক্ত করবেন। 'রূহুল হক্ব' তওহীদের বা একত্ববাদের রূহ বা প্রাণকে বলা হয়। আর **তিনি সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করে পৃথিবীর হৃদয়কে শির্ক বা বহুশ্বরবাদ থেকে পবিত্র করেছেন।** তিনি (রা.) বলেন,

স্বপ্নে আমি আরো দেখি যে, আমি ছুটছি, কেবল দ্রুত পায়ে যে হাঁটছি তাই নয় বরং দৌড়াচ্ছি আর ভূমি আমার পদতলে ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে।

প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তর্ভুক্ত আরো একটি কথা হলো, **'সে দ্রুত বড় হবে'**। অনুরূপভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কতিপয় অজানা দেশে গিয়েছি আর সেখানে আমি আমার কাজ সমাপ্ত করিনি বরং আমি আরো এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করি। স্বপ্নে আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা! এখন আমি এগিয়ে যাব, আর সফর থেকে যখন ফিরে আসব তখন দেখবো যে, তুমি তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছ কি-না? শির্‌ক বা বহুশ্বরবাদ নিশ্চিহ্ন করেছ কি? আর ইসলাম এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রথিত করে দিয়েছ কি? **আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে অর্থাৎ তিনি তবলীগের কাজে গতি সঞ্চার করবেন। আজ আমরা দেখি, এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে।** একইভাবে তাঁর এই দীর্ঘ স্বপ্নে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও অনেক বিষয় আছে যা বিভিন্নভাবে তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে।

যাহোক, স্বপ্নের বিষয় পরে বর্ণনা করবো, এখন স্বপ্নের প্রেক্ষাপটে বিষয় উপস্থাপনের পরিবর্তে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সেসব ঘটনার সামঞ্জস্য ফুটে উঠে যা তাঁর যুগে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ দৃশ্যপটে এসেছে। এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, মানুষ বলতো, এ তো নিছক এক বালক। সে যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করেন। এর প্রতিও ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে দ্রুত বড় হবে বা বৃদ্ধি পাবে। তিনি (রা.) এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আম্মাজানের কক্ষে নামাযের অপেক্ষায় পায়চারি করছিলাম, আর সেই কক্ষ ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তখন মসজিদ থেকে আমার কানে শব্দ আসে যার একটি শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের আওয়াজ ছিল যা আমি চিনতে পেরেছি। তিনি বলছিলেন, এক বালককে সামনে এগিয়ে দিয়ে জামাতকে ধ্বংস করা হচ্ছে, এক বালকের খাতিরে এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না যে, সেই বালক কে? অবশেষে মসজিদে গিয়ে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কে সেই বালক? সেই বন্ধু তখন হেসে উঠে বলেন, তুমিই সেই বালক। তিনি (রা.) বলেন, বিরোধীদের এই উক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একথার সত্যায়ন করছিল যে, সে খুব দ্রুত বড় হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে এত দ্রুত বড় করেন যে, শত্রুরা হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যারা আমাকে বালক বলতো কয়েক মাস পরই তারা সম্পূর্ণভাবে উল্টে যায় আর আমাকে একজন তঞ্চক, অভিজ্ঞ প্রবঞ্চক বলা শুরু করে এবং আমার

দুর্নাম করতে থাকে। এক কথায় শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে জামাতের অগ্রগতির পথে বিপত্তি সৃষ্টিকারীদের পরাজিত করেন। **তিনি (রা.) বলেন, যদিও মানুষ আমাকে এক বালক মনে করতো আর সত্যিকার অর্থে আমি এক বালকই ছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা পঁচিশ বছর বয়সে আমাকে একটি রাজত্ব দান করেন আর সেই রাজত্বও ছিল আধ্যাত্মিক রাজত্ব। দৈহিক বা বাহ্যিক রাজত্বে বাদশাহ্‌র কাছে তরবারি থাকে, ক্ষমতা থাকে, জনবল থাকে, সেনাবাহিনী, জেনারেল, কারাগার, কোষাগার সবই থাকে। তিনি যাকে চান ধরে শাস্তিও দেন কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজত্বে যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করে এবং যে চায় না সে অস্বীকার করে। ক্ষমতার কোন প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই আধ্যাত্মিক রাজত্বে এমন অবস্থায় দন্ডায়মান করেন যখন ভান্ডারে মাত্র কয়েক আনা বা কয়েক পয়সা অবশিষ্ট ছিল আর সহস্র সহস্র রুপি ঋণ ছিল।** এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই কাজ আমার ওপর এমন অবস্থায় ন্যস্ত করেন যখন এই জামাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই বিরোধী ছিল আর এতটা বিরোধী ছিল যে, তাদের একজন হাইস্কুলের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, আমরা চলে যাচ্ছি, অচিরেই তোমরা এসব ভবনের নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে চলে যেতে দেখবে। দেখ! এক পঁচিশ বছর বয়স্ক বালক, বাহ্যিক পরিস্থিতিও ছিল যার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, ভান্ডার ছিল না, অভিজ্ঞ কর্মীও ছিল না, আর ময়দান ছিল শত্রুর নিয়ন্ত্রণে। তারা উল্লসিত ছিল যে, অচিরেই এই জায়গা খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। যাকে রাজত্ব দেয়া হয়েছে তার দিন অধঃপতনে বদলে যাবে আর সে লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনাই দেখবে। একজন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে জাতির কী অবস্থা হতে পারে। কিন্তু সেই দিন কোথায় আর আজকের দিন কোথায়। দর্শকরা দেখছে, আমার হাতে যখন এই জামাত ন্যস্ত করা হয় তখন সংখ্যা যা ছিল আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই সংখ্যা তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি। তখন যেসব দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছেছিল আজ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছে গেছে। **যেই ভান্ডারে শুধু আঠারো আনা ছিল, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আজ সেই ভান্ডারে লক্ষ লক্ষ রুপি রয়েছে। আজকে যদি আমি মারাও যাই এই ভান্ডারে আমি লক্ষ লক্ষ রুপি রেখে যাব। এছাড়া এই জামাতের সমর্থনে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লিটারেচার বা বই-পুস্তক রেখে যাব যা আমি পেয়েছিলাম।** আর আমি জামাতের সেবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ভান্ডার রেখে যাব যা আমি তখন লাভ করেছিলাম যখন খোদা তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে আসীন করেছিলেন। অতএব সেই খোদা যিনি বলেছিলেন, সে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর আল্লাহ্ তা'লার ছায়া তার শিরে থাকবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, ঘোর শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন যে, আমি যেভাবে প্রথমেই এ সংক্রান্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি, এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই সন্তানের জন্ম ৯ বছরের ভেতর হওয়ার ছিল। মূল

ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ এটি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কোন মানুষ তো নিজেই জানে না যে, সে ৯ বছর জীবিত থাকবে কি না আর এটি জানা থাকে না যে, এই সময়ের ভেতর কোন সন্তানও হতে পারে! পুত্র সন্তান হওয়া সংক্রান্ত আনুমানিক কোন সংবাদ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া এতে শুধু এক পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি বরং বলা হয়েছে, সেই সন্তান ইসলামের সম্মান এবং মহিমার কারণ হবে। কত ভয়ানক যুগ ছিল সেটি যখন শত্রুরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর চতুর্দিক থেকে শুধু এ কারণে হামলা করছিল যে, তিনি ইলহাম লাভের দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার প্রতি ইলহাম হয়। মুজাদ্দিদের দাবিও ছিল না, মা'মূর হওয়ার দাবিও ছিল না। আর সেই সময় মহান গুণাবলীর আধার এক সন্তানের তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কারও নায়েবের খ্যাতির কথা যখন বলা হয় তার অর্থ হলো, তার মনিব এবং অনুসরণীয় নেতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বলেছেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাত হবেন, এর অর্থ হলো তার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবেন। দেখ! ভবিষ্যদ্বাণী কত সস্পষ্ট। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আফগানিস্তান একমাত্র দেশ ছিল যে দেশ সম্পর্কে কিছুটা গুরুত্বের সাথে হয়ত বলা যেতে পারে যে, আহমদীয়াতের বাণী সেখানে বিস্তার লাভ করেছে। অন্যান্য দেশে কেবল উড়ন্ত সংবাদ ছিল পৌঁছেছিল। সেই সংবাদ হয়তো বিরোধীদের ছড়ানো ছিল বা কারো হাতে কোন বই পৌঁছলে সেই বই হয়ত সেই ব্যক্তি কাউকে দেখিয়ে থাকবেন। রীতিমত জামাত যাকে বলা হয় তা কোন দেশে তা ছিল না। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন (অর্থাৎ এখানে এসেছিলেন) কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও জামাতের নাম উচ্চারণ করা সম্পর্কে বলতেন, এটি বিষ সদৃশ হবে, তাই জামাত এবং মসীহ্ মওউদের নাম নিবে না। তাই ইংল্যান্ডে যদি কারো নাম খ্যাত হয় তাহলে তা ছিল খাজা সাহেবের, জামাতের নয় বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম নয়। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যখন খলীফা নিযুক্ত করেন খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহে সুমাত্রা, জাভা, ষ্ট্রেট সেটেলম্যান্ট, চীন ইত্যাদি দেশে আহমদীয়াতের প্রসার ঘটে। একইভাবে মরিশাস এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। সেই সাথে মিশর, ফিলিস্তিন, ইরান এবং অন্যান্য আরব দেশসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশেও আহমদীয়াত ছড়িয়ে পরে। কোন কোন স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও আহমদীদের সংখ্যা কয়েক সহস্রে গিয়ে উপনীত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ আহমদী ছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আরো একটি সংবাদ যা দেয়া হয়েছে তাহলো, **"তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে"**। তিনি (রা.) বলেন, আমি দাবি করে অভ্যস্ত নই কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সত্য আমি গোপন করতে পারি না যে, ইসলামের সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ওপর আলোকপাত করা বর্তমান যুগের নিরিখে আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লা সে সম্পর্কে আমার বক্তৃতা ও রচনায় এমন বিষয়াদি লিখিয়েছেন, সেসব রচনাকে যদি এক পাশে রেখে দেয়া হয়

তাহলে আমি দাবির সাথে বলতে পারি পৃথিবীতে ইসলামের তবলীগ করা সম্ভব নয়। কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের আলোকে যদি ব্যাখ্যা না করা হতো এ যুগের নিরিখে মানুষের জন্য তা বোঝা সম্ভব ছিল না। আর এটি খোদার কৃপা যে, তিনি আমার মাধ্যমে সেসব কঠিন বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলাম এখন এমন একটি যুগ অতিবাহিত করছে যা দুর্বলতার যুগ এবং শক্তিহীনতার যুগ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় ইসলামের সুরক্ষার ভীত রচনা করেছেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইসলামের ওপর সেই সাংস্কৃতিক হামলা হয়নি যা আজ করা হচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ যুগে এমন এক ব্যক্তিকে স্বীয় বাণীর মাধ্যমে সম্মানিত করতে চেয়েছেন, যিনি তৌহিদের কল্যাণরাজিতে কল্যাণ মণ্ডিত হবেন, যিনি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবেন, যিনি শত্রুর এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যার আলোকে আর কুরআনী ইচ্ছা অনুসারে দূরীভূত করবেন এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা নিজের কাজ সমাধা করেছেন আর আমার রচনাবলীর ওপর তাঁর সত্যায়নের মোহর লাগিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, যতদিন আল্লাহ্ তা'লা আমায় আদেশ করেন নি, আমি নিরব ছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লা যখন আমাকে অবহিত করলেন আর শুধু অবহিতই করেন নি বরং বললেন, আমি যেন মানুষকেও তা জানিয়ে দেই, তখন আমি আপনাদেরকে তা অবহিত করছি। এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়। তিনি (রা.) বলেন, খোদা তা'লা শুধু আমাকেই তা জানানোর নির্দেশ দেন নি বরং নিজ অনুগ্রহে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য প্রমাণস্বরূপ। যেভাবে আকাশে চন্দ্র উদিত হলে আল্লাহ তা'লা তার চতুর্দিকে নক্ষত্ররাজী নিয়ে আসেন, অনুরূপভাবে এ দিনগুলোতে অনেকেই এমন স্বপ্ন দেখেছে যাতে আমার সেই স্বপ্নের বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। আমার এই স্বপ্নের পর এক বন্ধু ডাক্তার মোহাম্মদ লতিফ সাহেব লিখেছেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, একজন ফিরিশ্তা আমার নাম নিয়ে বলছে যে, নবী এবং রসূলদের সাথে এর নাম নেয়া হবে। নবী এবং রসূলদের সাথে নাম নেয়ার অর্থ তাই যার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি মসীলে মসীহ্ হবেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী এবং রসূল আর তাঁর সাথে আমার নামও নেয়া হবে। একইভাবে আরেক বন্ধু লিখেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, মিনারে দাঁড়িয়ে আপনি 'أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ'- (অর্থাৎ আল্লাহ্ কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এই কথা ঘোষণা করছিলেন)-এর ঘোষণা দিচ্ছেন 'أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রারম্ভিক যুগের ইলহামগুলোর একটি। আর মিনারে দাঁড়িয়ে এই ইলহামের ঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো, খোদা তা'লা আহমদীয়াতের তবলীগ এবংপ্রচারের কাজকে আমার মাধ্যমে আরো দৃঢ়তর করবেন। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে ইসলাম প্রচারের কাজ ব্যাপক পরিসরে আরম্ভ হয়েছে। আর সেসব ভিত্তির ওপরই এখন নির্মাণের কাজ চলছে।

এরপর তিনি তাঁর নিজ সমর্থনে কয়েকটি স্বপ্ন এবং ইলহাম তুলে ধরেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে কাজের উল্লেখ রয়েছে সেই কাজের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করেছেন। তাহলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ বা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম যুগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আর আমি তখনই লাহোরের সেন্ট্রাল জেলের হল সুপার মেজর সৈয়দ হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এবং অন্যান্য বন্ধুদেরও শুনিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, কয়েক দিন পূর্বে হাবীবুল্লাহ্ শাহ্ সাহেব স্বয়ং আমার কাছে সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছিলাম যে, আমি আহমদীয়া মাদ্রাসাতে আছি, সেখানে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবও দাঁড়িয়ে আছেন। ইত্যবসরে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হন। আমাদের উভয়কে দেখে তিনি বলেন, চলুন দেখি আপনি লম্বা নাকি মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব। আমার কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ ছিল সেই প্রতিযোগিতায় কিন্তু তিনি আমাকে টেনে সেখানে নিয়ে যান যেখানে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাস্তবে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব উচ্চতায় আমার চেয়ে ছোট হবেন না বরং কিছুটা লম্বাই হবেন, কিন্তু শেখ সাহেব যখন আমাকে এবং তাকে পাশাপাশি দাঁড় করান তখন তিনি অবলিলায় বলে ওঠেন, আমার ধারণা ছিল মৌলভী সাহেব লম্বা কিন্তু আপনি লম্বা প্রমাণিত হলেন। স্বপ্নে আমি দেখি, বড় কষ্টে তার মাথা আমার বুক পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব একটি টেবিল নিয়ে আসেন এবং সেই টেবিলের ওপর তাকে দাঁড় করান কিন্তু তবুও তিনি আমার চেয়ে খাটো ছিলেন। এরপর তিনি টেবিলের ওপর একটি টুল রাখেন এবং তাতে মৌলভী সাহেবকে দাঁড় করান কিন্তু তবুও তিনি আমার চেয়ে খাটোই থেকে যান। এরপর তিনি মৌলভী সাহেবকে উঠিয়ে আমার মাথার সমান উচ্চতায় নিয়ে আসেন কিন্তু তবুও তিনি নিচেই ছিলেন উপরন্তু তার পা এমনভাবে বাতাসে ঝুলতে থাকে যেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি এক একজন শিশু বৈ কিছুই নয়। বড় কষ্টে আমার কনুই পর্যন্ত তার পা নামে। দেখ! এতে কত পরিষ্কারভাবে সেই সব প্রতিযোগিতা এবং এর পরিণামের সংবাদ দেয়া হয়েছে যা মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে হওয়ার ছিল। অথচ প্রথম খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগের কথা যদি নেয়া হয় তাহলে সেই যুগে জামাতে মাথাচাড়া দিচ্ছিল খাজা কামাল উদ্দিন, মৌলভী মোহাম্মদ আলী নয়। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব বিতণ্ডা দেখা দেয়ার ছিল আল্লাহ্ তা'লা এতে তার চিত্র বিশদভাবে অঙ্কন করে দেখিয়েছেন। দেখ! মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতটাই অধঃপতিত হয়েছে যে, তার পুরো প্রচেষ্টা একথা প্রমাণের জন্য নিবেদিত হয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তারাই সম্মানিত হয় যাদের সংখ্যা ।প্রথমে তিনি বলতেন, আমরা শতকরা ৯৫% আর এরা হলো ৪/৫%, আর জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কখনও ভ্রষ্টতায় সমবেত হতে পারে না কিন্তু এখন বলে কাদিয়ানের সংখ্যা বেশি আর আমরা স্বল্প কিন্তু তাদের

সংখ্যা বেশি হওয়াই মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ কেননা; আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সত্যিকার বান্দা তো সংখ্যায় কমই হয়ে থাকে। এটি অবিকল সেই চিত্রই যা এই স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছে যে, তিনি এতটাই অধঃপতিত হয়েছেন যে এই অধঃপতিত হওয়াই বা সংখ্যায় এত কম হওয়াই তার দৃষ্টিতে তার সত্যতার প্রমাণ।

এরপর আরো একটি স্বপ্ন বরং একটি ইলহামের উল্লেখ রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, যখন জামাতের ভেতর মতভেদ দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে অবহিত করেন যে, **'লানুমায্যেকান্নাহুম'** আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে রেখে দিব। তখন এরা দাবি করতো যে, তাদের সাথে রয়েছে শতকরা ৯৫ জন, কিন্তু এখন দেখ তাদের কি অবস্থা হয়েছে! এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থেই তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। যেমন খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব তার মৃত্যুর পূর্বে লিখেছেন, মির্যা মাহমুদ আমাদের সম্পর্কে যে ইলহাম ছাপিয়েছে তা শতভাগ পূর্ণতা লাভ করেছে, আমরা সত্যিই টুকরো টুকরো হয়ে গেছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে ইলহামে সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার প্রতি যেসব ইলহাম করেছেন তা থেকে এখন কেবল এতটাই বর্ণনা করছি, তিনি আরো কিছু বর্ণনা করেছেন, আমি শুধু দু'টো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তিনি (রা.) বলেন, আমার ইচ্ছা হলো খোদার নিয়ামতের স্বীকারোক্তি হিসেবে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় আমার কতিপয় ইলহাম এবং কাশ্ফের কিছুটা বিস্তারিত উল্লেখ করব। এটি পুস্তক আকারে ছাপা হয়েছে আর বেশ বড় একটি গ্রন্থ এটি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমার সামনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করেছেন যে, মুসলেহ্ মওউদ খোদার তৌহিদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। এগুলো খোদার নিদর্শন যা তিনি আমার সামনে প্রকাশ করেছেন। মানুষ বলে, বন্ধুরা বা আহমদীরা তো পূর্বেই বলে আসছেন, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি অথচ আমি মাত্র এখন দাবি করলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার ক্ষেত্রেই পূর্ণতা লাভ করেছে– এর পিছনে হিকমত কি বা যুক্তি কি? তিনি (রা.) বলেন, এর পিছনে হিকমত বা প্রজ্ঞা সেটিই যা কুরআন বলে যে, ' مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ' (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যখন নবীর আবির্ভাবের পর প্রতিশ্রুত কাউকে দাঁড় করান তখন তিনি এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত অবিশ্বাসের শিকার হবে বা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি এমন পরিস্থিতির অবতারণা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তাকে প্রতিশ্রুত বা মওউদ মানতে বাধ্য হয়। মানুষ যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সত্তায় পূর্ণ হতে দেখে তখন তারা ঈমান এবং বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হয়, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তিনি (রা.) বলেন, আমার পক্ষ থেকে পরে ঘোষণা করা আর জামাতের পক্ষ থেকে পূর্বেই আমাকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে

হিকমত হলো, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে দ্বিতীয়বার কুফর এবং ইসলামের পরীক্ষায় নিপতিত করে তাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আর তিনি চাইতেন না যে, জামাতের ওপর দু'টো মৃত্যু আসুক।প্রথম মৃত্যু সেটি যখন এরা অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে তাদের পক্ষ থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মিথ্যা আখ্যায়িত করা কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কোন পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে জীবিত করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত করেছেন। তারা আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু নিজেদের ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি, ঈমানকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এরপর এই ধারণা করা যে, পরীক্ষায় যারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তা'লা এমন এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তি প্রেরণ করবেন যার সত্যতার নিদর্শন তাঁর দাবির দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে, এর অর্থ দাঁড়ায় মু'মিনদের পুনরায় অবিশ্বাসের মুখে ঠেলে দেয়া আর সাহাবীদের পুনরায় অবিশ্বাসের জগতে ফিরিয়ে দেয়া এবং জামাতের পুনরায় পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া— এমনটি করা আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি পরিপন্থী

হযরত মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে গঠিত জামাতের জীবদ্দশায় অর্থাৎ সাহাবীদের সময় যার দাবি করার কথা, আল্লাহ্ তা'লা যে রীতি অবলম্বন করেন তাহলো, প্রথমে তাকে জামাতের খলীফা বানিয়ে তাদের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করিয়ে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার ব্যবস্থা হাতে নেন যা তাঁর সম্পর্কে করা হয়েছে। আর জামাতের সামনে যখন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তাকেও অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ বা মুসলেহ্ মওউদ যার হওয়ার ছিল তাকেও স্বর্গীয় সংবাদের ভিত্তিতে অবহিত করেন যেন আকাশ এবং পৃথিবী উভয়টির স্বাক্ষ্য এক জায়গায় সমবেত হয় আর মু'মিনদের জামাত যেন কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে মুক্ত থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও সবার ঈমানকে সুরক্ষিত রাখুন, সব আহমদীর ঈমান সুরক্ষিত রাখুন আর কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে তাদের সব সময় মুক্ত রাখুন। জামাতের বন্ধুদের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্বপূর্ণ রচনাবলী থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এসব বই-পুস্তক উর্দূ এবং ইংরেজী উভয়টিতে রয়েছে এছাড়া অন্যান্য ভাষায় যেসব বই-পুস্তক রয়েছে তাও পাঠ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তা পাঠের তৌফিক দিন।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মিঞাঁ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র সূফী নযির আহমদ সাহেবের। মরহুম গত ৭ই ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে প্রায় ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি সেনাবহিনীতে চাকুরী করতেন। দেশ বিভাগের পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে গঠিত ফুরকান বাহীনিতে যোগ দিয়ে পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর করাচিতে কিছুকাল চাকুরী করেন। পরবর্তীতে সিন্ধু প্রদেশের মাহমুদাবাদ স্টেটে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল সেখানে সেক্রেটারী মাল হিসেবে জামাতের সেবা প্রদানের সৌভাগ্য হয়েছে।

এর কিছুকাল পর তিনি রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। তার ভাইও হয়তো তার সাথেই ব্যবসা করতেন। তিনি যখন রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন তখন তার ভাই কিছু ব্যবসায়িক সমস্যার সম্মুখিন হন। তিনি তখন ভাইকে বলেন, আপনি সিন্ধুতে চলে আসুন। তিনি উত্তর দেন, আমি রাবওয়াতেই থাকব। তখন তার ভাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে লিখেন, আমার ভাইকে সিন্ধুতে ফিরে আসার নির্দেশ দিন বা নসীহত করুন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ডেকে সিন্ধু যাওয়ার নসীহত করেন। রাবওয়ায় তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে পাড়ার প্রেসিডেন্টও থাকতেন। তিনি বলেন, হুযূর ইনি আমাদের খুবই নিবেদিতপ্রাণ একজন কর্মী। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, সিন্ধুতেও আমাদের নিষ্ঠাবান কর্মীর প্রয়োজন আছে। এরপর সূফী সাহেব সিন্ধু ফিরে যান। তার নিজের যাওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কেবল খলীফাতুল মসীহ্র নির্দেশে সাড়া দিয়ে রাবওয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেন এবং পরিবারবর্গকে এখানে রেখে সিন্ধু চলে যান। দীর্ঘকাল সিন্ধুতে অতিবাহিত করার পর পুনরায় রাবওয়া ফিরে আসেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করা অব্যাহত রাখেন, রাবওয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে দীর্ঘকাল সেবা দিয়েছেন বা খিদমত করেছেন। ১৯৮৬ সনে জার্মানী স্থানান্তরিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত জার্মানিতেই ছিলেন। জার্মানিতে তিনি হ্যাইডেল বার্গ জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, মজলিসে আনসারুল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে জার্মানির ৪টি অঞ্চলের একটির আঞ্চলিক নাযেম হিসেবেও খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। এলাকার নাযেম হিসেবে চতুর্থ খিলাফতের যুগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২জন কন্যা এবং ৪জন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার দুই পুত্র জালাল শামস সাহেব এবং মুনির আহমদ জাভেদ সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী, তার এক জামাতা হানিফ মাহমুদ সাহেবও রাবওয়াতে রয়েছেন যিনি জামাতের মুরব্বী, নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী।

মরহুমের পুত্র তুর্কী ডেস্কের ইনচার্জ জালাল শামস সাহেব লিখেন, সব সময় তার চেষ্টা থাকতো খলীফায়ে ওয়াক্তের পেছনে নামায পড়ার অর্থাৎ এখানে যখন আসতেন তখন খলীফায়ে ওয়াক্তের পিছনে নামায পড়ার চেষ্টা থাকতো। গভীর ইবাদত গুযার মানুষ। তার দোয়ার রীতিও খুব আকর্ষণীয় ছিল, এত বেদনার সাথে দোয়া করতেন, এত আহাজারী ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন যে, ফুটন্ত পানির আওয়াজ যেমন হয়ে থাকে সেভাবেই তার আবেগ প্রকাশ পেত এবং খোদার দরবারে তিনি সেভাবে আহাজারি করতেন। তিনি লিখেন, তার ভাই মুনির জাভেদের বয়স যখন ৬ বছর ছিল তখন সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কোন লক্ষণ ছিল না, বাহ্যতঃ অসম্ভব ছিল, ডাক্তাররাও নৈরাশ্যকর সংবাদ শোনায় বা জবাব দিয়ে দেয়। আমাদের পিতা-মাতা উভয়েই বিগলিত চিত্তে, আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্, এই সন্তানকে আমরা ওয়াক্ফ করব, আল্লাহ্ তা'লা সেই দোয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হয়ে যে সেটি তার অন্তিম মুহূর্ত। তার পিতা মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন, তার মা বলেন, বাচ্চার অন্তিম

মুহূর্ত মনে হচ্ছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? নামাযের সময় ছিল, তিনি বলেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি যার আরোগ্য দেয়ার শক্তি আছে। খোদা তা'লার ওপর তার এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সিন্ধুতেও জামাতের কোন কর্মী বা একাউন্টেন্ট বা হিসাব রক্ষক যখন ছুটিতে যেত তখন তিনি তার জায়গায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভেই ওসীয়্যত করেছিলেন আর যুবকদেরকে ওসীয়্যত করানোর গভীর আগ্রহ রাখতেন। নিজের কাছে ওসীয়্যত ফরম রাখতেন, নসীহত করতেন, আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা পড় এবং ওসীয়্যত কর।

তিনি আরো লিখেন, তিনি তার অর্ধেক সন্তান অর্থাৎ ৪ সন্তানের দু'জনকে ওয়াক্ফ করেছেন আর দু'কন্যার একজনের বিয়ে দিয়েছেন ওয়াক্ফে যিন্দেগীর কাছে। খুব সম্ভব তার মেয়ে লিখেছেন, তিনি সারা জীবন কেবল নিজেই প্রতিদিন তিলাওয়াত করতেন না বরং সব সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-পৌত্রি, দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে নামায এবং কুরআন তিলাওয়াতের নসীহত করতেন। তিনি প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইগুলো তিনবার অধ্যয়ন করেছি, মেয়েকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি পড় কি না?

তিনি সামাজিক কু-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের পরিবারে প্রধানতঃ কোন প্রকার কু-প্রথা নেই কিন্তু এর সামান্য কোন লক্ষণ দেখলেও তিনি অসন্তুষ্ট হতেন এবং সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল। তার অন্তিম রোগ অনেক দীর্ঘ ছিল কিন্তু ধৈর্যের সাথে তিনি এই সময়টি অতিবাহিত করেছেন।

তার ইবাদত সম্পর্কে বিশেষ করে তার সাথে যাদের দেখাশোনা হতো এবং তার সব সন্তান-সন্ততি লিখেছেন, তার ইবাদতের দৃশ্য বড়ই আকর্ষণীয় হতে। এমন মনে হতো যেন তার হৃদয় গভীরভাবে উদ্বেলিত আর বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। এখানে যখন আসতেন আমাকে সালাম করার বাসনা নিয়ে আমার অফিস থেকে বাইরে আসার অপেক্ষায় থাকতেন। অনেক সময় এই অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন অথচ তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, দুর্বলতাও ছিল। যাহোক খোদা তা'লা তাকে বহুগুণের আধার বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন এবং করুণারাজিতে সিক্ত করুন। তার সন্তান-সন্ততিদের তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন এবং তার নেকী ও পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত